সংবাদ

তারিখ: 29 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবিতে ছাত্রলীগের নামে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে

[illegible]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে একটি চক্র ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিয়েই তারা এ ধরনের কাজ করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইতোমধ্যেই কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রের সদস্যরা। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত করতে না পারলেও হোতা শ্যামল মোল্লা ও শিমুল চৌধুরী ইতোমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছেন।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দেয় মেহেদি হাসান ও তানভীর নামে দুই শিক্ষার্থী। ভর্তি পরীক্ষায় এ ইউনিটে মেহেদী হাসানের মেধাক্রম ৪৩৯৬ ও তানভীরের ৭৭৪৪। তারা দু'জনই অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছেন। পরে ভর্তি হওয়ার জন্য তানভীর যোগাযোগ করেন জাবির ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৮ম সেমিস্টারের ছাত্র শিমুল চৌধুরীর সঙ্গে। সে জাবিতে : পৃষ্ঠা : ২ক : ৫

জাবিতে : ছাত্রলীগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তাকে ভর্তি করিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করে। এ বিষয়ে ভর্তিচ্ছু তানভীর সাংবাদিকদের বলেন, আমার মেধাক্রম পিছনে থাকায় আমার কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও প্রবেশপত্র নিয়ে গেছেন শিমুল। কিন্তু এখন আর তাকে ফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে জাবিতে ভর্তি হতে এসে মেহেদি হাসান যোগাযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী শফিউলের সঙ্গে। শফিউল তার পূর্ব পরিচিত জাবির পরিসংখ্যান বিভাগের ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষের শ্যামল মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, পরে শ্যামল মোল্লা ভর্তিচ্ছু মেহেদি হাসানকে ভর্তি করিয়ে দেবেন বলে আশ্বস্ত করে। এরপর একইভাবে মেহেদি হাসানের কাছ থেকেও তার জাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে আগামী ২৮ জানুয়ারি ৩৫০১ থেকে ৫৫০০ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য আসতে বলা হয়েছে। এ খবর পেয়ে মেহেদি হাসান শ্যামল মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে সে গড়িমসি শুরু করে। এ বিষয়ে ভর্তিচ্ছু মেহেদি হাসান সাংবাদিকদের জানান, শ্যামল মোল্লা আমাকে বলেছে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ৫৫০০ পর্যন্ত অপেক্ষমাণ তালিকা ডেকেছেন। এখন আমাকে ১ লাখ টাকা দিতে হবে না হলে প্রবেশপত্র দিবে না।

গতকাল সকালে প্রবেশপত্র দিয়ে দেয়ার কথা থাকলেও মেহেদি হাসান প্রবেশপত্রের জন্য শ্যামল মোল্লার মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি মেহেদি হাসানকে হুমকি দিয়ে বলেন, আমি তোমার প্রবেশপত্র দেবো নাই। তুই ক্যাম্পাসে যদি ভর্তি হতে আস তবে টাকা নিয়ে আসিস না হলে গোলাগুলি দিয়ে পেটের ভুঁড়ি বের করে দেবো। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে জাবির পরিসংখ্যান বিভাগের ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষের শ্যামল মোল্লার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি এসএম শরিফুল ইসলাম বলেন, আমি বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছি তবে কিছু লোক ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা লুটে নিচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।